



99737 - কোন পুরুষের চরিত্র ও দ্বীনদারতি আকৃষ্ট হয়ে কোন নারী কবিয়িরে জন্য নিজেকে সে পুরুষের কাছে পশে করতে পারে?

প্রশ্ন

আমি দ্বীনধর্ম মনে চলি এমন একজন ময়ে। আমার বয়স ২৭ বছর। হাফজে কুরআন। হাফিখানাতে পড়াই। ইলমে দ্বীন অর্জন করি। আমার এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যে কারণে অনেকে যুবক আমাকে বয়িরে প্রস্তাব দেয়। তবে যারা প্রস্তাব দেয় তাদের দ্বীনদারি দুর্বলতার কারণে আমি সসেব প্রস্তাব ফিরিয়ে দেই। উপর্যুপর সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার কারণে আমি পারিবারিক চাপের মধ্যে আছি। তাছাড়া নারী-পুরুষের অবাধ মলোমশোর কারণে আমি আমার সরকারী চাকুরীটিও ছেড়ে দিয়েছি। এতে আমার উপর আরও চাপ বড়েছে। এখন আমার পরিবার চায় আমি যেন যে কোন ছেলের সাথে বয়িতে রাজী হয়ে যাই। বয়ি হওয়াটাই মুখ্য। প্রথাগতভাবে গোত্রের বাইরে বয়ি নষিদি। আমি সম্পদ চাই না, কথিবা সম্পদশালী, বড় পদে চাকুরীজীবী বা সুদর্শন যুবক চাই না। আমি চাই একজন নকেকার ছলে; যে আমাকে আল্লাহর আনুগত্যের পথে সাহায্য করবে, আমার চরিত্রের হফোযত করবে। যাত করে আমি আমার পরিবারের সাথে এসব সমস্যা থেকে মুক্ত হতে পারি। তাই চিন্তা করছি আমার পরিচিতির মধ্যে এক যুবককে প্রস্তাব পাঠাব। তার সাথে আমাদের ববোহকিসূত্রের আত্মীয়তা আছে। সে একজন চরিত্রবান ও দ্বীনদার যুবক। কুরআনে হাফযে ও তালবে ইলম। আমি চাই আদব রক্ষা করে আকর্ষণীয় ভাষায় তাকে একটি মোবাইল মেসেজে পাঠাব। এই যুবকের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নই। আমি ভুলক্রমে তার মোবাইল নম্বর জেনেছি। এ ইস্যুতে আমি তৃতীয় কোন পক্ষ কথিবা অপর কাউকে জড়াত চাচ্ছি না। এতে করে এ ইস্যুটি উভয় পক্ষের জন্য সংকটপূর্ণ হয়ে যেতে পারে এবং বিষয়টি জানাজানি হয়ে যেতে পারে। এমন কাউকে পাচ্ছি না যার উপর পূর্ণ আস্থা রাখতে পারি যে, সে বিষয়টি গোপন রাখবে। সুতরাং এক্ষেত্রে শরিয়তের হুকুম ক? দ্বিতীয়ত যে ময়ে এমন একটি কাজ করতে যাচ্ছে তার ব্যাপারে আপনাদের মতামত ক? যে ছেলেকে এই ময়ে সরাসরি প্রস্তাব দবি সে ময়ের ব্যাপারে এ পুরুষের দৃষ্টিভিগ্গ কিমেন হতে পারে? আপনারা আমাকে কি পরামর্শ দবিনে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন আপনার উপর তার নয়োমতকে পরিপূর্ণ করে দেন। আপনার ইলম, আদব ও লজ্জাশীলতা আরও বাড়িয়ে দেন। আমরা আরও দুআ করছি, আল্লাহ যেন আপনার জন্য একজন সৎ পাত্র সহজে



মলিযিে দনে। যাতে করে আপনি তার সাথে নকে সংসার গড়ে তুলতে পারনে।

নারী-পুরুষেরে অবাধ মলোমশোর কারণে চাকুরীটি ছিড়ে দয়িে আপনি ভাল কাজ করছেন। বয়িরে প্রস্তাবক যুবকরো চরতিরবান ও দ্বীনদার না হওয়ায় তাদরে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেও আপনি ভাল কাজ করছেন। আর এ যুবককে মসেজে পাঠানোর আগে প্রশ্ন করেও আপনি উত্তম কাজটি করছেন।

দুই:

বয়িরে জন্ম কোন চরতিরবান ও দ্বীনদার লোকরে কাছে নজিকে পশে করা নারীর জন্মে হারাম নয় এবং বুদ্ধমিন লোকদরে কাছে এটা দোষেরে কিছু নয়। কউে যদি এটাকে খারাপ চোখে দেখে তাহলে তার সবে দেখোটা শরয়িতরে দৃষ্টিকোণ থেকে নয়; বরং সামাজিক রীতিনীতি, প্রথা ও অভ্যাসরে দৃষ্টিকোণ থেকে। আবার অনকে সময় মহলিারা হিসাবশত এটাকে খারাপ চোখে দেখে। সাবতে আল-বুনানী (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি বলনে: আমি আনাস (রাঃ) এর কাছে ছলাম। তাঁর কাছে তাঁর ময়ে ছলিনে। এক মহলিা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে নকিট এসে নজিকে (বয়িরে জন্ম) পশে করে বললনে: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে কি আপনার প্রয়োজন আছে? আনাস (রাঃ) এর ময়ে বললনে: ছি! ছি! তাঁর লজ্জাবোধ কতই কম! তখন আনাস (রাঃ) বললনে: সবে মহলিা তোমার চয়ে উত্তম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে প্রতি আগ্রহবশত তিনি তাঁর কাছে নজিকে পশে করছেন।”[সহিহ বুখারী (৪৮২৮)] ইমাম বুখারী এ হাদিসরে শরিনোম দয়িছেন “সং লোকরে কাছে কোন নারীর নজিই প্রস্তাব দয়ো শীর্ষক পরচ্ছদে”।

জনকে সং নারী নজি থেকে মুসা (আঃ) এর সাথে বয়িরে প্রতি ইঙ্গতি দতিে গয়িে বলনে: যমেনটি আল্লাহ তাআলা উদ্ধৃত করছেন, “নারীদ্বয়েরে একজন বলল, আব্বু, আপনি তাকে মজুর নয়োগে করুন। কারণ আপনার মজুর হিসেবে উত্তম হবে সবে ব্যক্তি যিে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত।”[সূরা কাসাস, আয়াত: ২৬] তবে আয়াত থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে- ময়েটির পতি তাকে মুসা (আঃ) এর নকিট উপস্থাপন করছেন। যমেনটি বুঝা যায় এ কথা থেকে “তিনি মুসাকে বললনে: আমি আমার এ কন্যাদ্বয়েরে একজনকে তোমার সাথে বয়িে দতিে চাই, এ শরতে যে, তুমি আট বছর আমার মজুরি খাটবে।”[সূরা কাসাস, আয়াত: ২৭]

এটি আপনার অভিব্যক্তিরে প্রতি একটা মসেজে; যাতে করে তারা আল্লাহকে ভয় করে, গোত্রীয় গোঁড়ামি পরিত্যাগ করে এবং একজন সং পাত্রেরে কাছে আপনাকে বয়িে দয়ে। অন্ততঃ কোন চরতিরবান ও দ্বীনদার পাত্রকে যনে তারা প্রত্যাখ্যান না করে। এই সং লোকরে ময়েটি ইঙ্গতি দয়ের পর লোকটি নজিরে ময়েকে মুসা (আঃ) এর কাছে পশে করলনে। অনুরূপভাবে জনকে সং মহলিা ইঙ্গতিে নয়; বরং সরাসরি নজিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কাছে পশে করছেন। এ ঘটনাগুলো লজ্জাশীলতার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। বরং এ ঘটনাগুলো মজবুত দ্বীনদারি, সংশ্লিষ্ট মহলিা ও তার অভিব্যক্তিরে বুদ্ধির প্রখরতার প্রমাণ বহন করে।

আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়া (৩০/৫০) গ্রন্থে এসছে-



কোন পুরুষেরে দ্বীনদারি, মর্যাদা, ইলম, কথিবা বশিষে কোন দ্বীন বশৈষ্টিয়ে বমিহতি হয়ে কোন নারীর জন্য নিজেকে সে পুরুষেরে কাছে উপস্থাপন করা ও পরচিয় তুলে ধরা জায়যে আছে; এতে দোষেরে কিছু নই। বরং এটি সে নারীর মর্যাদারই প্রমাণ বহন করে। এ বিষয়ে সহি বুখারীতে সাবতে আল-বুনানী থেকে বর্ণনা এসছে যে, তিনি বলেন: আমি আনাস (রাঃ) এর কাছে ছলাম... এরপর পূর্ণাঙ্গ হাদিসটি উল্লেখ করা হয়েছে। সমাপ্ত

তনি:

উপরোক্ত আলোচনার পর আমরা আপনাকে নমিনলখিতি উপদেশগুলো দচ্ছি; যে উপদেশগুলো আপনার কাজে আসবে ইনশাআল্লাহ।

১. আপনি সে ছলেকে সরাসরি মসেজে না পাঠিয়ে অপরচিতি অন্য কোন মোবাইল নম্বর থেকে মসেজে করুন। যে নম্বরটি কটে ব্যবহার করে না। এতে করে তাকে পাওয়া আপনার জন্য সহজ হবে। আপনি তার কাছে এভাবে একটি মসেজে পাঠান যনে কটে একজন আপনার ব্যাপারে তাকে সন্ধান দচ্ছে; যদি তার বয়িরে আগ্রহ থাকে। মনে হবে মসেজেটি এমন এক পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে যে ব্যক্তি আপনাদের উভয়কে চনি, এ ময়েটেরি ব্যাপারে সে যনে অবহলো না করে সে বিষয়ে তাকে উপদেশে দয়ো। আমাদের মতে, সরাসরি প্রস্তাব দয়োর চয়ে এটি উত্তম। কারণ হতে পারে বিষয়গুলো আপনার ইচ্ছামত না আগাতে পারে; এতে করে আপনার জন্য ও ছলেটেরি জন্য এ বিষয়টি সংকটের কারণ হবে। অনুরূপভাবে মানুষ এ গ্যারান্টি দিতে পারে না যে, সে ব্যক্তির বর্তমান এ দ্বীনদারির উপর সবসময় অটল, অবচিল থাকবে। তখন সে ব্যক্তি এ বিষয়টি তুলে আপনাকে তরিস্কার করতে পারনে। এ কারণে আলমেগণ “সৎ হওয়া” শর্ত করছেন; শুধু ইলম থাকা ও কুরআন শরফি মুখস্থ থাকাটা সৎ হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং সৎ হওয়ার অর্থ হচ্ছে- ইলম ও কুরআন অনুযায়ী আমল করা, এ দুটরি নরিদশেতি চরিত্রেরে চরিত্রবান হওয়া।

২. আপনি যদি তাকে মসেজে পাঠানোর সদিধানত ননে সক্ষেত্রে আপন উপর্যুপরি মসেজে পাঠানো অব্যাহত রাখবেন না। বরং আমরা আপনাকে নরিদশি একটি বিষয়ের জন্য মসেজে পাঠানোর বধৈতা দচ্ছি। কারণ এ মসেজেগুলো সে ছলেরে কথিবা আপনার কথিবা আপনাদের দুইজনরে ফতিনাগ্রস্ত হওয়ার কারণ হতে পারে।

৩. মসেজেরে বিষয়টি অন্য কাউকে অবহতি করবেন না, অন্য কারো সহযোগিতা নবিনে না। আমরা লক্ষ্য করছে এদকি আপন সতর্ক আছেন।

৪. হতে পারে সে ছলেরে পরবিশে পরিস্থিতি বয়িরে করার জন্য উপযুক্ত নয়। কথিবা হতে পারে সে অন্য ময়েকে প্রস্তাব দিয়ে রেখেছে; একাধিক বয়িরে করার ইচ্ছা নাই। আপনি যদি তার পক্ষ থেকে এমন কিছু জনে থাকনে তাহলে বারবার মসেজে পাঠাবনে না। কারণ এ ক্ষেত্রে বারবার মসেজে পাঠানোর কোন কারণ নই। যহেতু একবার মসেজে পাঠানোর মাধ্যমেই তার কাছে আপনার বয়িরে প্রস্তাবটি উপস্থাপতি হয়েছে।



৫. যদি আল্লাহ তাআলা তার সাথে আপনার বয়ি নরিধারণ করে না রাখেন; তাহলে তার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকা ঠিকি হবে না। কারণ এ ধরণের উন্মুখতার ভয়াবহতা আপনার অজানা নয়। এটি আপনাকে আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে সরিয়ে আনবে। কুরআন মুখস্ত করা ও পুনঃপাঠ থেকে বরিত রাখবে। ইলম অর্জনরে পথে বাধা সৃষ্টি করবে। অন্তরে নানা রোগ সৃষ্টি করবে। গুনাহর দকি ধাবতি করবে।

৬. মসেজে পাঠানোর পূর্বে আমরা আপনাকে ইস্তিখারা করে নয়োর পরামর্শ দচ্ছি। মসেজে পাঠানোর পর ও প্রস্তাবটি ছলেকে জানানোর পরও আমরা আপনাকে ইস্তিখারা করার পরামর্শ দচ্ছি। কারণ কোন মুসলমান জানে না তার জন্য দুনিয়া ও আখরোতরে কল্যাণ কোথায় রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে মুসলমান অজ্ঞ ও অক্সম। তাই সর্ববয়িয়ে জ্ঞানবান ও ক্সমতাবান প্রতিপালকরে কাছে সে দুআ করবে; যনে তিনি তার জন্য নরিবাচন করেনে এবং যখনে কল্যাণ আছে সেটো তার জন্য সহজ করে দনে, যখনে অকল্যাণ আছে সেটো থেকে তাকে দূরে রাখনে।

৭. জনে রাখুন, হতে পারে অন্য কোন ছলে তার চয়েও উত্তম। তাই আপনি যহেতু শরয়তিসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করে তাকে সংবাদ দয়িছেন, নজিকে উপস্থাপন করছেন, আল্লাহর কাছে ইস্তিখারা করছেন; এরপর আল্লাহ আপনাদরে দুইজনরে মাঝে বয়ি নরিধারণ করে রাখনেনি; সক্ষেত্রে আল্লাহর রহমত থেকে নরিশ হবে না। আল্লাহর কাছে দুআ করা ছড়ে দবিনে না। অন্য প্রস্তাবকারী ছলেদরে মধ্য চরতির ও দ্বীনদাররি শর্ত পূরণে কোন ছাড় দবিনে না। ধরৈয়ের সাথে আপনার পরিবাররে চাপ সয়ে যান। “সুতরাং কষ্টরে সাথেই তো স্বস্তি আছে, নশিচয় কষ্টরে সাথেই স্বস্তি আছে।[সূরা ইনশারিহ, আয়াত: ৫-৬]

যদি আপনার মোহরমেদরে মধ্যে এমন কটে থাকে আপনার ভাই বা চাচা... যার সাথে আপনার ঘনিষ্ঠতা আছে, তার সাথে আপনার এ প্রসঙ্গে কথা বলার সুযোগ আছে এবং কথা বললে তিনি দায়তিব নবিনে; যমেন অন্য সকল পুরুষ তাদরে আত্মীয়াদরে বয়ি দেয়োর ক্ষেত্রে কোন প্রকার অবজ্ঞা ও অস্বীকৃতি ব্যতিরেকে দায়তিব পালন করে থাকে; আপনার ক্ষেত্রে এমন কাউকে পাওয়া গেলে বয়িটি অনকে সহজ হবে। এতে করে আর কোন শংকা থাকে না এবং ইনশাআল্লাহ এটি আপনার জন্যেও প্রশান্তদায়ক হবে।

আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করি তিনি যনে আপনার জন্য এমন কাউকে পাওয়া সহজ করে দনে।

আল্লাহই ভাল জাননে।